আজকের কাগজ

তারিখ ... 24 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

52

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মিত হবে না কেনো!

আফছার উদ্দীন আহমেদ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। সাবেক উপাচার্য ডঃ সিরাজুল ইসলামের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকল্পনায় একটি ভাস্কর্য নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও রাজাকার ভিসি ডঃ হামিদের সময় তা আবার বাদ পড়ে যায়। তখন থেকে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মিরা মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের জোর দাবি জানায়। ভাস্কর্য নির্মাণের এ দাবিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। তখনকার রাজাকার ভিসি এম এ হামিদের নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণকে ইসলাম বিরোধী ফতোয়া দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ থেকে বিরত থাকে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য থাকলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেনো থাকবে না? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না? এটা কি মিনি পাকিস্তান? নিশ্চয় না। তবে কেনো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণে এতো গড়িমসি?

বাঙালি জাতির দীর্ঘ ন' মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধে দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত হানি আর ৩০ লাখ শহীদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ কোনো কাজ করতে গেলে তারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করে, যেমনটি তারা মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামের দোহাই দিয়ে বিরোধিতা করেছিলো। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ছলে বলে কৌশলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছে।

বাঙালি সংস্কৃতি আর ইসলাম কি পরস্পর বিরোধী? এমনটি যদি হতো তাহলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনাই ঘটতো না বা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট 'বাংলাদেশ' এর বুকে ইসলাম টিকে থাকতো না। বাঙালি জাতির হৃদয় মন্দিরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগরুক। তাই অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য বাংলাদেশে নির্মিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য থাকলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে না কেনো?

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান বাংলাদেশের অন্যান্য যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান থেকে একটি বিশেষ ভিন্নতর গুরুত্ব বহন করে। সাবেক কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার মধ্যবর্তী অবস্থানে বর্তমানে নবগঠিত ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া জেলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ গৌরবের দাবিদার। সংগ্রামী কাঙাল হরিনাথ, বিপ্লবী বাঘা জতিন, সুসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধ্যাত্মিক সাধক ফকীর লালন শাহের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত অত্র অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র উচ্চতর তীর্থক্ষেত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মিত না হলে একটা নৈতিক অপরাধ হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী কুষ্টিয়ার গর্ভে স্থাপিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মিত না হওয়া মানে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করা।

হ্যাঁ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের একটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মাননীয় উপাচার্য ডঃ ইনাম-উল-হক ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এমনটি হলে তা হবে একটা বলিষ্ঠ, সাহসী, সময়োচিত ও বিবেচনা প্রসূত পদক্ষেপ, আমি তাঁর এ পদক্ষেপের জন্যে হৃদয় নিংড়ানো উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। সকল ছাত্রছাত্রী তথা কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতিমধ্যে তিনি ডঃ মামুনকে আহবায়ক করে একটি কমিটি করে দেয়া হয়েছে যার কাজ ইসলামের সঙ্গে সংগতি রেখে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ করা যায় কি না তা বিবেচনা করে দেখা। আসল বিষয়টা হওয়া উচিত ছিলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে যথাযথ সংগতিপূর্ণ বাঙালি জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির তাৎপর্যবাহী একটি ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য কমিটি গঠন করা।